উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে খ্রিস্টান পল্লীগুলোতে

রাত পোহালেই ২৫ শে ডিসেম্বর খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব বড়দিন। বড়দিন উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগরের খ্রিস্টান পল্লীগুলোতে সাজ সাজ রব পড়েছে। রঙিন বাতি সহ নানা ধরনের সামগ্রী দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে গীর্জাগুলো। খ্রিষ্টান পল্লীর বাড়ি গুলো এবং রাস্তাঘাট সজ্জিত করা হয়েছে রংবেরঙের বাতিতে।

নিজেদের ও বিশ্বের কল্যাণ কামনায় প্রার্থণা করবেন খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের লোকজন। ধর্মীয় গুরুরা বলছেন-জাতিতে জাতিতে কোনো বিভেদ না থাকে ও যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হয় এ প্রার্থনা হবে প্রভু যীশুর কাছে।

মেহেরপুরের জেলার সবচেয়ে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোক বাস করে মুজিবনগর উপজেলার ভবরপাড়া ও বল্লভপুর গ্রামে এসব গ্রামের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বাড়িতে বাড়িতে তোলা হয়েছে স্টার, লাইটিংয়ে ভরা ক্রীসমাস ট্রি, বিভিন্ন স্থানে চলছে গোশালা তৈরির কাজ।

কারণ এই দিনে প্রভূ যীশু জন্ম নিয়েছিলো জেরুজালেমের বেতেলহেমের গোয়াল ঘরে। গীর্জাগুলোতে চলছে সুসজ্জার কাজ। সাজানো হচ্ছে নিজের ঘরবাড়ি। ২৪ ডিসেম্বর মধ্যরাত থেকে শুরু হবে বড়দিনের আনুষ্ঠানিকতা। মধ্যরাতে বড় ঘণ্টা বাজিয়ে প্রভু যীশুর ভোজ ও আলেলুইয়া গানের মাধ্যমে শুরু হবে প্রার্থনা। খ্রিস্টান পল্লীগুলোতে তাই এখন সাজ সাজ রব। শিশু ও বড়দের জন্য কিনছেন নতুন নতুন পোশাক। বাড়িতে বাড়িতে তৈরি করা হবে মজাদার সব খাবার।

নিজের ও পরিবারের কল্যাণ কামণায় প্রভূ যীশুর কাছে প্রার্থনা করবেন তারা। ভবেরপাড়া চার্চ বড়দিন উদযাপন কমিটির সদস্য দিলিপ মল্লিক বলেন-১লা ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে বড় দিনের আনুষ্ঠানিকতা। প্রতিটি ঘরে এখন সাজ সাজ রব। তৈরি হচ্ছে গোশালা। কারণ প্রার্থনা শেষে সকলে কীর্তন গানের মধ্য দিয়ে গোশালাগুলো পরিদর্শন করবেন সকলে। বাড়িতে বাড়িতে চলছে পিঠাপুলিসহ নানা ধরনের খাবর তৈরির কাজ।

বল্লভপুর ইম্মানুয়েল চার্চের পুরোহিত ডিনারির দিন রেভারেন্ট

দিপক উজ্জল বিশ্বাস বলেন-বিশ্বের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা করবেন খ্রিস্টীয় ধর্মাবলম্বীরা। পাপ থেকে নিজেকে মুক্তির জন্য চলবে যীশুর কাছে প্রার্থনা।

এদিকে শুভ বড়দিন সুন্দর ভাবে উদযাপনের লক্ষে সকল ধরনের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে গির্জাগুলোতে ব্যাপক পুলিশ দেওয়া হয়েছে। এবং যাতে করে কোন ধরনের দূর্ঘটনা না ঘটে সে লক্ষে ট্রাফিক পুলিশ বিভিন্ন মোড়ে মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া সিভিলেও আমাদের পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানিয়েছেন মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ জাহিদুল ইসলাম।

মুজিনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা বলেন উপজেলা প্রশাসনের তরফ থেকে ইতিমধ্যে মুজিবনগর উপজেলার সমস্ত গির্জা গুলোকে ৫ শত কেজি করে চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা ঝুঁকি এড়াতে সমস্ত গির্জা গুলোতে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া উপজেলা প্রশাসনের তরফ থেকে গির্জা গুলোকে সমস্ত সহযোগিতা করা হচ্ছে। উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন সহ প্রশাসনের সমস্ত ইউনিট নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আছে। আশা করছি নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার ভিতরে খ্রিস্টান ধর্মালম্বী ভায়েরা তাদের সবচেয়ে বড় উৎসব বড়দিন আনন্দের সহিত নিশ্চিন্তে পালন করতে পারবেন।

মুজিবনগরে বড়দিন উপলক্ষে উৎসবের আমেজ

রাত পোহালেই ২৫ শে ডিসেম্বর খ্রীষ্টান সম্প্রাদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব শুভবড়দিন, এ দিন জেরুজালেম এর বেথেলহেমে মা মারিয়ার গর্ভে জন্ম নিয়ে ছিল যীশুখ্রিষ্ট। বড়দিন উপলক্ষে রংবেরং এর বর্ণিল সাজে সেজেছে মুজিবনগর এলাকার খ্রিষ্টান পল্লীগুলো, বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ দুরদুরান্ত থেকে নাড়ির টানে এলাকায় ফিরছে খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ আশেপাশের অন্য সম্প্রাদায়ের মানুষের মাঝেও

কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, বড়দিন উপলক্ষে যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিহত করার জন্য তিনস্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্হা গ্রহন করা হয়েছে। তিনি নিজেও বিভিন্ন এলাকা ঘুরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করছেন।

উপজেলার প্রত্যেকটি গীর্জায় সার্বক্ষনিক পোশাক পরিহিত অবস্থায় পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি সাদা পোশাকে পুলিশের টিম কাজ করে যাবে। প্রতিবারের ন্যায় সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ সতস্ফুর্ত ভাবে নিরাপত্তার মধ্যে যাতে বড়দিনের অনুষ্টান পালন করতে পারে প্রশাসনের পক্ষথেকে সবরকম ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

মুজিবনগরে বড়দিন উপলক্ষে উৎসবের আমেজ

রাত পোহালেই ২৫ শে ডিসেম্বর খ্রীষ্টান সম্প্রাদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব শুভবড়দিন, এ দিন জেরুজালেম এর বেথেলহেমে মা মারিয়ার গর্ভে জন্ম নিয়ে ছিল যীশুখ্রিষ্ট।বড়দিন উপলক্ষে রংবেরং এর বর্ণিল সাজে সেজেছে মুজিবনগর এলাকার খ্রিষ্টান পল্লীগুলো, বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ দুরদুরান্ত থেকে নাড়ির টানে এলাকায় ফিরছে খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ আশেপাশের অন্য সম্প্রাদায়ের মানুষের মাঝেও উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। খ্রিষ্টান পল্লীর পাড়ার মোড়ে মোড়ে যিশু খ্রিষ্ট বেথেলহেমের যে গোয়াল ঘরে জন্ম গ্রহন করেছিল তার আদলে তৈরি করা হয়েছে গোশালা।

আজ রবিবার দিবাগত রাত থেকে শুরু হবে মূল উৎসব। মুজিবনগর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের লোক বাস করে বল্লভপুর ও ভবেরপাড়া গ্রামে।

বড়দিন উপলক্ষে বাগোয়ান ইউপি সদস্য বল্লভপুর গ্রামের মি: বাবুল মল্লিক জানান বড়দিন উপলক্ষে ডীনারির অন্তরর্গত চার্চ গুলোতে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির নির্বাচনে উৎসবের আমেজ; নেতৃত্ব পরিবর্তনের গুঞ্জন

আলমডাঙ্গা উপজেলার বৃহত্তর ব্যবসায়ী সংগঠন বণিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন আর মাত্র ১ দিন পর শনিবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

আগামী শনিবার সকাল ৮ থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে। থানা পুলিশের কঠোর নিরাপত্তা ও সাংগঠনিক নীতিমালা অনুযায়ী ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রচারণা। ভোটের সময় যত ঘনিয়ে আসছে প্রচারণার মাত্রাও নতুন রূপ নিচ্ছে। এবার নেতৃত্ব পরিবর্তন আসার গুঞ্জন চলছে। একই পরিবারের দুই ভাই সভাপতি প্রার্থী হওয়ায় ভোট ভরাডুবির কবলে বিজয়ী মালা পড়তে পারেন সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব মকবুল হোসেন এমনটাই আশঙ্কা করছে ভোটাররা। বণিক সমিতির নির্বাচনকে ঘিরে পোস্টারে ছেয়ে গেছে আলমডাঙ্গা পুরো শহর। বাজারের অলিগলিতে প্রার্থীদের পদচারণায় মুখর।

প্রার্থীদের সমর্থনে গভীর রাত পর্যন্ত প্রচারণা চলছে। এ নির্বাচনকে ঘিরে মাইকিং নিষিদ্ধ থাকলেও পায়ে হেটে ভোটারগণের দারস্থ হচ্ছেন প্রার্থীরা। বর্তমান ও সাবেক দায়িত্বরত ব্যাক্তিরাই আবারো প্রার্থী হয়েছেন। নানান অভিযোগের মধ্যেও নিজেকে উদীয়মান ও গ্রহণ যোগ্য নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলছে প্রচারণা। এ নির্বাচনকে ঘিরে আলমডাঙ্গা বাজারের সর্বত্রই এখন বইছে উৎসবের আমেজ। ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এখন উৎসবের ভোটের প্রতীক্ষায় আছেন তারা। দীর্ঘ ৩ বছর পর নির্বাচন হওয়ায় প্রার্থী ও ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে। নির্বাচনে বিভিন্ন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ২৪ জন।

প্রার্থীরা হলেন-সভাপতি পদে আরেফিন মিঞা মিলন (ছাতা),আলহাজ্ব মকবুল হোসেন (দোয়াতকলম) ও সাইফুল ইসলাম লিটন (চাকা)।সহসভাপতি পদে কামরুল ইসলাম হীরা (মাছ) ,হাফিজুর রহমান (চশমা), রফিকুল আলম (দেয়াল ঘড়ি) ও আব্দুল হামিদ (বটগাছ)। সাধারণ সম্পাদক পদে কামাল

হোসেন (আনারস), খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন (বাই সাইকেল)। সহ সাধারণ সম্পাদক পদে শরিফুল ইসলাম (বাঘ), বাবুলুর রহমান (ডাব), বদর উদ্দিন (হাঁস), জাহাঙ্গীর আলম (গোলাপ ফুল)। কোষাধ্যক্ষ পদে আলাউদ্দিন (মোরগ) সোহানুর রহমান বাবুল (হাতী)। সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল লতিফ (মই), আমিরুল ইসলাম লিটন (চেয়ার)। ধর্মীয় সম্পাদক রেজাউল করিম কাবিল (মিনার) আসাদুল হক (তাঁরা)। দপ্তর সম্পাদক শফিউল হাসান মিলন (কলম) ইফতেকার আহমেদ (টিয়াপাখি)। ক্রীড়া সম্পাদক পদে মাসুদ রানা মাসুম (ফুটবল) ও হাবিবুর রহমান (আম) প্রতিক।

উল্লেখ্য, নির্বাচনে ২১ পদের বিপরীতে ৩৬ জন মনোনয়ন পত্র উত্তোলন করেন। এর মধ্যে ২ জন সদস্য প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করলে কার্যনির্বাহী সদস্য পদে ১০ জন বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত হয়। বণিক সমিতির ভোটার সংখ্যা হলো ১ হাজার ৫৬ জন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা- সিরাজুল ইসলাম বলেন, নির্বাচনকে ঘিরে উৎসব বিরাজ করছে। এখন পর্যন্ত কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। আগামি শনিবার সকাল থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।